BINDO BIHARI MAHATO KOYALANCHAL UNIVERSITY

DHANBAD

SYNOPSIS

OF

THE PROPOSED RESEARCH WORK FOR THE Ph.D. DEGREE

(2020)

TITLE

স্বাধীনোত্তর মুর্শিদাবাদ জেলার নাট্যচর্চা (১৯৪৭-২০০০)

[Swadhinattar Murshidababa Jelar Nattacharcha (1947-2000)]

RESEARCH SCHOLAR

SUBIR DEBNATH

Haipathganj, Lalbagh

Murshidabad- 742149(W.B)

SUPERVISOR

DR. SARMISTHA ACHARYYA

Assistant Professor & HOD

Department of Bengali

Sindri college, Sindri , Dhanbad, Jharkhand

গবেষণার সংক্ষিপ্ত ধারণা(ABOUT SYNOPSIS)

গবেষণার বিষয় (Title of Research):

স্বাধীনোত্তর মুর্শিদাবাদ জেলার নাট্যচর্চা (১৯৪৭-২০০০) [swadhinattar Murshidabad Jelar Nattyacharcha (1947-2000)]

ভূমিকা (Introduction):

নাটক শুধুমাত্র সাহিত্যের একটি শাখা নয়, একটি মিশ্র শিল্পও। সাহিত্য পাঠ্যের বিষয় আর নাটকের সার্থকতা নির্ভর করে তার মঞ্চসাফল্যের উপর। একটি নাটক মঞ্চাভিনয় করতে গেলে অভিনয়ের গুণের অনুষঙ্গে আরও কিছু গুণের প্রয়োজন হতে পারে যেমন- গান, নাচ, অঙ্কন প্রভৃতি। একারণেই নাটককে বলা হয় একটি মিশ্র শিল্প। আমাদের গবেষণায় স্বাধীনোত্তর পর্ব থেকে বিংশ শতকের শেষলগ্ন পর্যন্ত মুর্শিদাবাদ জেলার নাট্যচর্চার ধারা বর্ণণা করা হবে। গবেষণাটি মূলত বর্ণনাত্মক। মুর্শিদাবাদ জেলার নাট্যচর্চা সূচনা থেকে বিকাশ এবং গতিপথ এই গবেষণার অনুসন্ধিৎসার বিষয়।

বলার ভঙ্গি (State-of-the Art):

গবেষণাটি বর্ণনাত্মক। এই জেলার নাট্যচর্চার সূচনা ও পুষ্ঠি সাধনে জমিদার পরিবারের অবদান, সেখান থেকে পেশাদারীত্বে হাতবদল এবং বর্তমান সময়ে মুর্শিদাবাদের নাট্যচর্চার ধারা কীরকম তা বর্ণনা করা এই গবেষণার মূল বিষয়। সেইসঙ্গে মুর্শিদাবাদের নাটককারদের নাটক সংগ্রহ করে তাঁদের নাটকের বৈশিষ্ট্য এবং নাটককাররূপে তাঁদের অবদান বিশ্লেষণাত্মক ভঙ্গিতে ব্যক্ত হবে। গবেষণার কাজের সাহায্যের জন্য জেলার বিভিন্ন নাট্যদল ও নাট্যব্যক্তিত্বের সাহায্য নেওয়া প্রয়োজন।

গবেষণার সমস্যা বিবৃতি (Problem to be Investigate):

মুর্শিদাবাদের নাট্যচর্চার ইতিহাস রচনার আংশিক কাজ সম্পূর্ণ হবে এই গবেষণায়।

- মুর্শিদাবাদের নাটকের পুরোনো ইতিহাস জ্ঞাত অধিকাংশ ব্যক্তিবর্গ আজ জীবিত নেই।
- এই অঞ্চলের নাটককারদের অধিকাংশ নাটক অপ্রকাশিত এবং বর্তমানে সেগুলির পান্ডুলিপি উদ্ধার করা অন্তত দুরূহ।
- অধুনা লুপ্ত নাট্যগোষ্ঠীগুলোর ইতিহাস উদ্ধার করা সহজ হবে না।

উদ্দেশ্য (Objects of the Research):

বাংলা নাটক এবং রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস মূলত কলকাতা কেন্দ্রিক। সেখানে জেলাগুলোর ইতিহাস সর্বদা উপেক্ষিত। তাই মুর্শিদাবাদের নাট্যচর্চার ইতিহাস ও ধারা অনুসন্ধান করে তা বর্ণনা করা এই গবেষণার উদ্দেশ্য। গবেষণায় আমরা মুর্শিদাবাদ জেলার নাট্যদল ও নাটককারদের নিয়ে আলোচনা করব এবং মৌলিকত্ব আবিষ্কারে সচেষ্ট হব।

অনুমান (Hypothesis):

আধুনিক বাংলা রঙ্গমঞ্চ ইংরেজ আদলে তৈরি হয়েছিল। ব্যবসায়ীক ইংরেজেরা রাজশক্তিরূপে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে মুর্শিদাবাদকে প্রথমে করায়ত্ত করেছিল । এই গবেষণায় আমাদের অনুমান-

- ইংরেজি শাসনের সময়ে ব্রিটিশ কর্মচারীদের জন্য মুর্শিদাবাদে নাট্যশালা ছিল।
- নাট্যশালা থাকলে সেখানে অভিনীত নাটকের ইতিহাসও রয়েছে।
- বনেদি পরিবারের অঙ্গণ ছেড়ে থিয়েটার পেশাদারীত্ব লাভ করেছে।

গবেষণার প্রকরণ ও পদ্ধতি (Research Methodology):

ক্ষেত্র-সমীক্ষা, বর্ণনাত্মক ও বিশ্লেষণাত্মক গবেষণা (Field Survey, Descriptive & Analytical Research)

সরঞ্জামাদি (Tools):

- ১. তথ্য সংগ্রহ (Data Collection)
- ২. সাক্ষাৎকার (Interview)
- ৩. ক্ষেত্র-সমীক্ষা (Field Survey)
- ৪. গ্রন্থাগারের ব্যবহার (Library Work)
- ৫. আন্তর্জালিকার ব্যবহার (Use of Internet)

তাৎপর্য (Significant of the Proposed Work):

ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রেখে অতীতকে জানা ও সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। আগামী প্রজন্ম, যারা মুর্শিদাবাদের নাট্যচর্চায় ব্রতী হবে তাদের প্রয়োজন জেলার নাটকের সম্পূর্ণ ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া এবং জেলার নাটক চর্চাকে আরও সমৃদ্ধ করা। তাই মুর্শিদাবাদ জেলার এই অলিখিত ইতিহাস রচনা করার লক্ষ্যে আমাদের এই গবেষণা।

গবেষণার সীমাবদ্ধতা ও ভবিষ্যৎ (Research Limitation & Future Work:

মুর্শিদাবাদ জেলার নাটক চর্চার ইতিহাস অনুসন্ধান করতে গিয়ে লক্ষ্য করি, বেশির ভাগ তথ্যই অলিখিত। রাজপরিবার কিংবা নাট্যগোষ্ঠী গুলির ইতিহাস তেমন ভাবে লিপিবদ্ধ নেই। কিছু সংখ্যক নাট্যদল নিজের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করলেও অধিকাংশ দলই আজ লুপ্ত এবং তাদের ইতিহাসও। এই জেলার যেসকল নাটককার রয়েছে তাঁদের কিছুজনের নাটক বেশকিছু নাট্যপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল কিন্তু তাঁরা মূলত 'প্লে রাইটার' ছিল। কোনো একটি দলের জন্যই নাটক লিখতেন তাই

তাঁদের অধিকাংশ নাটক অপ্রকাশিত আকারে রয়েছে। এইসকল নাটককারদের মধ্যে অনেকের পরোলোকপ্রাপ্তি ঘটেছে, তাই তাঁদের অপ্রকাশিত নাটকগুলি উদ্ধার করা সহজ নয়। বিংশ শতকের নবম দশকে 'মুর্শিদাবাদ বীক্ষণ' পত্রিকায় অতীন্দ্র মজুমদার 'মুর্শিদাবাদ জেলার নাট্যচর্চা' শিরোনামে একটি নিবন্ধ লেখেন, সেখানে জেলার নাট্যচর্চার সূচনা থেকে লেখকের সমসামিয়ক সময় পর্যন্ত নাট্যগোষ্ঠী কেন্দ্রিক নাটকচর্চা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছে। ২০১০ সালে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক শ্রীশতঞ্জীব রাহার তত্ত্বাবধানে শ্রীগোপালচন্দ্র পাল "আঞ্চলিক সংস্কৃতি জেলা: মুর্শিদাবাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতি" শিরোনামে একটি গবেষণা করা হয়। সেখানে 'মুর্শিদাবাদের নাটক ও লোকনাট্য চর্চা' নামে একটি উপআধ্যায়ে জেলার নাটক চর্চার অতি-সংক্ষিপ্ত বিরবণ রয়েছে। পরবর্তীতে 'মুর্শিদাবাদ ইতিবৃত্ত'(৪র্থ খন্ডে) পুস্তকে জেলার নাটকের ইতিহাস নিয়ে অল্পবিস্তর বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু সম্পূর্ণ গবেষণা এবিষয়ে এখনও হয়নি।

এই গবেষণাটি শুধুমাত্র গ্রন্থ নির্ভবনয়, মৌখিক সাক্ষাৎকারের এবং ক্ষেত্র-সমীক্ষার উপর নির্ভর। গবেষণাপত্রে মূলত স্বাধীনতা পরবর্তী সময়কাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত এই জেলার পেশাদারী নাটকদলের, রাজনৈতিক নাট্যদলের নাট্যশিল্প যাপনের ইতিহাস ও পদ্ধতি, নাটককারদের নাটকের বিশ্লেষণ এবং বৈশিষ্ট্য নিরূপণের চেষ্টা করা হয়েছে। এই গবেষণা সমাপ্ত হলে মুর্শিদাবাদের রঙ্গমঞ্চ ও নাটকের সূচনা এবং ক্রমবিকাশের ইতিহাসটা লিপিবদ্ধ হবে। হয়তো এই গবেষণার মাধ্যমে অন্য গবেষকের মনে কোনো কৌতুহলের বা কোনো প্রশ্নের উদ্ভাবন হবে, এবং সেই কৌতুহল নিবারণের জন্য প্রয়োজন হবে গবেষণার এবং বর্তমান নাট্যধারা লিপিবদ্ধ করার।

সম্ভাব্য অধ্যায় বিভাজন (Tentative Chapeterization)

- ভূমিকা (Introduction)
- প্রথম অধ্যায় (Frist Chapter): মুর্শিদাবাদ জেলার সাংস্কৃতিক পরিচয়
- দ্বিতীয় অধ্যায় (Second Chapter): মুর্শিদাবাদ জেলার নাট্যচর্চায় বনেদি পরিবারের অবদান
- তৃতীয় অধ্যায় (Third Chapter): মুর্শিদাবাদ জেলার নাট্যচর্চায় পেশাদারী নাট্যগোষ্ঠীর নাট্যধারা(১৯৪৭-২০০০)

- চতুর্থ অধ্যায় (Fourth Chapter): নাট্যশিল্প চর্চায় মুর্শিদাবাদের গণনাট্য শাখার অবদান
- পঞ্চম অধ্যায় (Fifth Chapter): মুর্শিদাবাদের নাটকে লোকনাট্যের প্রভাব
- ষষ্ঠ অধ্যায় (Sixth Chapter): মুর্শিদাবাদের জেলার নাটককার: একটি অন্বেষণ
- উপসংহার (Conclusion)

তথ্যসূত্র (Reference):

নির্ধারিত M.L.A ধারা অনুসরণ করে তথ্যসূত্র ও গ্রন্থপঞ্জি উল্লেখ।

গ্রন্থপঞ্জী (Bibliography):

|. আকর গ্রন্থ (Primary Source)

||. সহায়ক গ্রন্থ (Secondary source)

|||. পত্রপত্রিকা (Journals)

শিরোনাম

স্বাধীনোত্তর মুর্শিদাবাদ জেলার নাট্যচর্চা (১৯৪৭-২০০০)

ভূমিকা

বাংলা নাটক ও রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসকাররা সর্বদায় কলকাতা কেন্দ্রিক নাট্যচর্চাকেই গুরুত্ব দিয়ে এসেছে। শুধুমাত্র কলকাতা বাংলার সাংস্কৃতি-শিল্পচর্চার চরম ও একমাত্র স্থান নয়। তাই কলকাতার বাইরে জেলাগুলোতেও যে নাটককার ও নাট্যদল রয়েছে, তাঁদের বাংলা নাটক ও প্রযোজনা যে বিশেষ আলোচনার দাবী রাখে, এটা আমাদের মনে রাখতে হবে। তখনই বাংলার নাটকের ইতিহাস ও রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস সম্পূর্ণ হবে যখন পশ্চিমবঙ্গের সকল জেলাগুলোর নাট্যচর্চার ধারা লিপিবদ্ধ হবে। সেজন্যই মুর্শিদাবাদ জেলার নাট্যচর্চা সম্পর্কে আমাদের এই গবেষণার অবতারণা। বর্তমান অনুসন্ধানে দেখাতে চেষ্টা করা হবে-

- স্বাধীনোত্তর কালে গোটা মুর্শিদাবাদে কীভবে নাট্যগোষ্ঠীগুলো নাট্যচর্চায় জোয়ার এনেছিল?
- গণনাট্য শাখার নাট্যচর্চার বিশেষত্ব কী ছিল?
- জেলার নাটকে কী লোকনাট্যের প্রভাব পড়েছিল?
- জেলার নাটককে লোকনাট্য কতটা প্রভাবিত করেছিল?

প্রথম অধ্যায়: মুর্শিদাবাদ জেলার সাংস্কৃতিক পরিচয়

সার্বিক ঐতিহ্যের নিরিখে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যগুলির মধ্যে মুর্শিদাবাদ অন্যতম। ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক-সামাজিক কিংবা সাংস্কৃতিক সকল দিকেই এই জেলার একটি গৌরবময় ঐতিহ্য রয়েছে। এখানকার বেশিরভাগ মানুষ অশিক্ষিত শ্রমিক শ্রেণির। এরকম আর্থ-সামাজিক পরিমণ্ডলের জন্যই এই অঞ্চলের লোকসংস্কৃতির ধারাটি খুবই প্রসিদ্ধ। এখানকার লোকভাষা, লোকগান, লোকছড়া, লোকনাট্য গোটা রাজ্য এবং দেশের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। 'আলকাপ' এখানকার নিজস্ব লোকনাটক। বাংলা সাহিত্যেও মুর্শিদাবাদের ভূমিকা অপরিহার্য । সাহিত্যিকদের জন্মভূমি-কর্মভূমি ছাড়াও অনেকের সাহিত্য রচনায় উঠে এসেছে মুর্শিদাবাদ জেলা ও এখানকরা মানুষের কথা। এই সকল সাহিত্যিকদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এই জেলার গৌরব বৃদ্ধি যাঁরা

ঘটিয়েছেন- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, রামেন্দ্রসুন্দ্রর ত্রিবেদী, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধায়ক ভট্টাচার্য, ঋত্বিক ঘটক, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় , মহাশ্বেতা দেবী, শক্তিপদ রাজগুরু

প্রমুখ ব্যক্তিগণ। নাটক বাংলা সাহিত্যের অঙ্গমাত্র নয়, একটি স্বতন্ত্র শিল্পও। বৃটিশদের হাতে আধুনিক বাংলা রঙ্গমঞ্চের সূচনা ঘটার পরে বাংলা সাহিত্যে আধুনিক বাংলা নাটকের দেখা মিলে। মুর্শিদাবাদ জেলাতেও তেমনটা লক্ষ করা যায়। রঙ্গমঞ্চের সুচনার পরে এই অঞ্চলের নাট্যামোদী মানুষজন কিছু মৌলিক সময়োপযোগী নাটকের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। এই প্রয়োজন থেকে উদ্ভব ঘটে বেশকিছু শক্তিমান নাটককারের। যেমন- বিধায়ক ভট্টাচার্য, সোমেনচন্দ্র নন্দী, পম্পু মজুমদার, দিব্যেশ লাহিড়ী, শক্তিনাথ ভট্টাচার্য, গৌতম রায়চৌধুরী, কৌশিক রায়চৌধুরী প্রমুখ। সুতরাং খুব সহজেই অনুধাবন করা যায় মুর্শিদাবাদের মাটি সংস্কৃতি শিল্পের প্রতি অনুকূল।

দ্বিতীয় অধ্যায়: নাট্যচর্চায় মুর্শিদাবাদ জেলার বনেদি পরিবারের অবদান

মুর্শিদাবাদের বিস্তৃত এলাকা জুড়ে বেশকিছু শিল্প-সংস্কৃতিমনষ্ক রাজপরিবার বা জমিদার পরিবার ছিল। তাদের অনুগ্রহে ও তত্ত্বাবধানে জেলায় একসময় নাটকচর্চার ঢল নামে। এই সকল পরিবারগুলোর নাট্যপ্রীতি এতটায় প্রবল ছিল যে, তৎকালীন কলকাতাতেও থিয়েটার তৈরিতে উদ্যোগী হয়েছিলেন।

এই জেলায় প্রথম শখের নাট্যচর্চার পথচলা শুরু হয় ১৮৫৯ সালে কান্দী রাজবাড়িতে। এই নাট্যমঞ্চের উদ্বোধক ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, তাঁর পরামর্শেই একটিমাত্র নাটক প্রযোজিত হয়ে নাট্যমঞ্চটি কান্দী রাজস্কুলের হল ঘরে রূপান্তরিত হয়। বেলগাছিয়া নাট্যশালার উদ্যোক্তা রাজভ্রাতৃদ্বয় প্রতাপচন্দ্র সিংহ এবং ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ ছিলেন এই কান্দী রাজবাড়ির সন্তান।

এরপরে ১৯৯৭ সালে মুর্শিদাবাদে প্রথম স্থায়ী নাট্যমঞ্চ তৈরি হয় নিমতিতা গ্রামের দুই জমিদার ভাই মহেন্দ্রনারায়ণ ও জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর উদ্যোগে 'হিন্দু থিয়েটার' নামে। এই মঞ্চে কলকাতার তৎকালীন পেশাদারী দল এসে নাটক করে যেতেন। এই পরিবারের সাথে শিরিরকুমার ভাদুড়ী এবং ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের আন্তরিকতাও ছিল খুব। ক্ষীরোদপ্রসাদ বেশকিছু নাটক এই মঞ্চের জন্য রচনা করেছিলেন। সমসময়ে কাশিমবাজার রাজপরিবারও নাটকচর্চায় ব্রতী হয়। ১৮৯৯ সালে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর উদ্যোগে 'দি কাশিমবাজার স্কুল অফ ড্রামা' প্রতিষ্ঠিত হয়। মহারাজার অনুরোধে গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাঁর দলের অন্যতম অভিনেতা গোবর্দ্ধন বন্দ্যোপাধ্যায়কে

পাঠালেন এই বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষতা করতে। গোবর্দ্ধনবাবুর তত্ত্বাবধানে এই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা কলকাতায় 'রিজিয়া' নাটক মঞ্চস্থ করেন। বিংশ শতকের গোড়ার দিকেই ১৯১০/১১ সালে নিজবাড়িতে 'বীণাপাণি নাট্যসমাজ' নামে একটি নাট্যদল গঠন করেন ডোমকলের ভগীরথপুরের সাহাবংশীয় জমিদাররা। একই বংশের ফণীন্দ্রকৃষ্ণ চৌধুরী ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন 'ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ড্রামাটিক ক্লাব'।

১৯২৬ খ্রীস্টাব্দে কান্দীর জজানের জমিদার নলিনীমোহন ঘোষ তাঁর পুত্র কুমারকৃষ্ণ ঘোষকে বাড়িতে আটকে রাখার জন্য গড়ে তোলেন 'জজান ড্রামাটিক ক্লাব'। পাকা মঞ্চ তৈরি করে এখানে অভিনীত হয় 'সীতা', 'সাজাহান', 'কারাগার' প্রভৃতি নাটক। কান্দীর জেমোর রাজবাড়িতেও এসময়ে 'রাজেন্দ্র নাট্যমন্দির' নামে একটি নাট্যমঞ্চ ছিল। এই পরিবারেরই সন্তান রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

এছাড়া আরও কিছু বেনেদি পরিবার ছিল যারা জেলার নাট্যাকাশে নিজস্ব ছাপ রেখে গেছে। যেমন- জঙ্গীপুরের কাঞ্চনতলার রায় বংশীয় জমিদারবাড়িতে ছিল 'শ্রীভবন' নামক নাট্যমঞ্চ, লালাবাগের জমিদার ধরণী ঘোষের বাড়িতে নাটক অভিনীত হত, স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে এখানে 'পারুলশেখর স্মৃতি মঞ্চ' তৈরি করা হয়, ইত্যাদি। বিংশ শতকের প্রথমার্ধে বিক্ষিপ্তভাবে মুর্শিদাবাদে কিছু পেশাদারী নাট্যগোষ্ঠীর দেখা মিললেও স্বাধীনোত্তর সময়ে জেলার নাট্যচর্চায় জোয়ার এলো।

তৃতীয় অধ্যায়: পেশাদারী নাট্যগোষ্ঠীর নাট্যধারা (১৯৪৭-২০০০)

বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকের গোড়ার দিকেই জমিদার বা রাজপরিবারের পৃষ্ঠপোষকতার বাইরেও নাট্য দলের বিকাশ হতে থাকল। তবে থিয়েটার শিল্পকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে প্রথম ১৯৩১-৩২ সালে বহরমপুরের ঘাটবন্দরে আলী হোসেনের ঘোড়ার গাড়ির আস্তাবলে মটুরাপাড়ার ভূপেন চক্রবর্তী 'রাজলক্ষ্মী থিয়েটার' গড়ে তোলেন। এরপর রাজনৈতিক অস্থিরতায় জনসচেতনতা ও প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য নাটককে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতে এগিয়ে আসে প্রগতি লেখ শিল্পী সংঘ, ক্রান্তি শিল্পী সংঘ, গণনাট্য সংঘ প্রভৃতি গোষ্ঠীগুলি। মুর্শিদাবাদ জেলাকে কয়েকটি অঞ্চলে বিভাজিত করে স্বাধীনোত্তর সময়পর্বে যেসকল দলগুলি জেলা জুড়ে থিয়েটার চর্চা ও নাটক চর্চার হাল ধরেছিল তাদের বিবরণ দেওয়া হল।

ক) বহরমপুর: স্বাধীনোত্তর পর্বে প্রথম যে দলটির উদ্ভব ঘটতে লক্ষ্য করা যায় সেটি হল ১৯৫২ সালে 'ড্রামাগিল্ড'। মনীশ ঘটকের পুত্র অবু ঘটকের পরিচালনায় 'Night at an inn' ইংরেজি নাটকটি মঞ্চস্থ করেন মীরা সিনেমা হলে। বহরমপুরে এটাই প্রথম ইংরেজি নাটকের মঞ্চায়ণ। এরপর ১৯৫৯ সালে 'রূপশিল্পী' দলটির উদ্ভব ঘটে। স্বাধীনোত্তর সময়কালে বহরমপুরের উল্লেখ্যোগ্য নাট্যদল গুলি হল- ৬৮ এ 'প্রান্তিক ও 'ছান্দিক'; ৭১ এ 'শাশ্বত'; ৭২ এ 'বহ্নি'; ৭৮ এ 'যুগাগ্নি; ৭৬ এ 'সুহৃদ'; ৭৭ এ 'ঋত্বিক নাট্যগোষ্ঠী'; ৮০- 'ঋত্বিক'; ৮৪ এ 'নবীন নাট্যসংস্থা'; ৮৬ এ 'বহরমপুর রেপার্টরী থিয়েটার'; ৯৪ এ 'উজান' প্রভৃতি। স্বাধীনোত্তর সময়পর্ব থেকে একবিংশ শতকের পূর্ব পর্যন্ত এই দলগুল কৃতিত্বের সাথে নাটকচর্চা করে করেছিলেন এবং বেশকিছু নাট্যদল আজও সক্রিয়ভাবে নাটকের ধারাটি অব্যাহত রেখেছে।

খ) লালবাগ: বান্ধব সমিতি ক্লাব একসময় নাটকচর্চা সূচনা করেছিল লালবাগে। ১৯৫৯ সালে ধরণী ঘোষের বাড়িতে 'পারুলশেখর স্মৃতি মঞ্চে' তৈরি হয়, গঠিত হয় 'অরুণ আর্ট সেন্টার' নামে। এছাড়াও ৬০-৭০ দশকে এখানে 'ভাগীরথী নাট্যসমাজ' ও 'অগ্রদূত নাট্য সংস্থা'র খোঁজ মেলে। এসময় এই অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় অস্থায়ী মঞ্চ বেঁধে নাট্য প্রতিযোগিতা হত। ৯০-এর দশকে 'ঋক' নামে নাট্যদলের আত্মপ্রকাশ ঘটে লালাবাগ শহরে। এই দলটি আজও খাতাকলমে জীবিত তবে নিস্ক্রিয়।

গ) আজিমগঞ্জ- জিয়াগঞ্জ: ১৯৬২ সালে জিয়াগঞ্জে প্রতিষ্ঠিত 'বহুমুখী' দলটি নাট্যজগতে আলোড়ন সৃষ্টি করে। এরপর ৬৭ সালে 'নীলকন্ঠ' দলের আত্মপ্রকাশ ঘটে। আজিমগঞ্জ অঞ্চলে রেলওয়ে কালচারাল ইউনিট নাটকচর্চার সূত্রপাত ঘটায়, এরপর এই অঞ্চলের ক্লাবগুলিও নাটকের চর্চায় এগিয়ে আসে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'মিতালী সংঘ' এবং 'ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাব'।

ঘ) বেলডাঙ্গা: 'মিলনী', 'নেনাস', 'অন্নপূর্ণা থিয়েটার' বেলডাঙ্গা অঞ্চলে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে নাটকচর্চার হাল ধরেছিল, তবে এই অঞ্চলে ইসলামপন্থী মানুষজনের জনসংখ্যা বেশি হওয়ায়, এখানাকার নাটকচর্চা প্রসার লাভ করতে পারেনি; কারণ ইসলাম ধর্মে অভিনয় নিসিদ্ধ।

ঙ) কান্দী: কান্দীর নাট্যচর্চার ঐতিহ্য খুবই গৌরবময়। শখের হোক বা পেশাদারী উভয় ক্ষেত্রেই কান্দী অঞ্চলের নাটকের পুষ্টি লক্ষ্য করা যায়। 'আনন্দলোক', 'আহাদীগোষ্ঠী', 'ক্রান্তিযুগ', 'কোরাস

নাট্যগোষ্ঠী', 'ঝড়', 'অভীক' প্রভৃতি নাট্যদলগুলি একসময় জেলার থিয়েটার চর্চাকে খ্যাতি এনেদিয়েছিল রাজ্য ও দেশে। উক্ত দলগুলির কয়েকটি দলের সক্রিয়তা আজও পরিলক্ষিত হয়।

চ) জঙ্গিপুর: কান্দীর মত জঙ্গিপুরেরও নাট্য ঐতিহ্য ছিল সমৃদ্ধ। এই অঞ্চলে 'মৌসুমী', 'অনামী', 'বলাকা', 'নাট্যম বলাকা' প্রভৃতি দলগুলি বেশ সক্রিয়ভাবে কাজ করে কৃতিত্ব অর্জন করেছে।

ছ) ফারাক্কা: দুলাল চক্রবর্তীর হাত ধরেই ফারাক্কা অঞ্চলে নাটক চর্চার পথচলা শুরু। লালাবাগের বাসিন্দা দুলাল চক্রবর্তী চাকরি সূত্রে ফারাক্কায় গেলে সেখানে ফারাক্কা ব্যারেজ জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার এসোশিয়ানের কালচারাল ইউনিট গঠন করে নাটকচর্চা শুরু করেন ৭০-এর দশকের প্রথমভাগে। এরপর তিনি আবার বিংশ শতকের শেষ লগ্নে পুরোনো দল ত্যাগ গড়ে তোলেন 'ফারাক্কা নাট্যাঙ্গণ' দলটি। এছাড়াও 'অনির্বাণ', 'সবাক', 'সমন্বয়' প্রভৃতি দলগুলি একসময় থিয়েটার চর্চা করেছিল।

প্রত্যেক অঞ্চলেই আরও অনেক নাট্যগোষ্ঠী রয়েছে যেগুলোর ইতিহাস অনুসন্ধান করা গবেষণালব্ধ বিষয়।

চতুর্থ অধ্যায়: নাট্যশিল্প চর্চায় মুর্শিদাবাদের গণনাট্য শাখার অবদান

১৯৪৩ সালে বোম্বাইয়ে গণনাট্য সংঘের সূচনা ঘটলেও মুর্শিদাবাদের জেলায় শাখার দেখা মেলে কমরেড সুধীন সেনের নেতৃত্বে ১৯৫৩ সালে। রাজনৈতিক দলের এই সাংস্কৃতিক সংগঠন জেলায় নাট্যচর্চা শুরু করে ১৯৫৪ সালের প্রথমে তুলসী লাহিড়ির 'ছেঁড়া তার' নাটকের অভিনয়ের মাধ্যমে। এরপর বিখ্যাত কবিয়াল গুমানী দেওয়ান, কমল সমাজদার, পম্পু মজুমদার প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের নেতৃত্বে গণনাট্য শাখার নাটকের ধারা বহমান ছিল। শ্যামল সেনগুপ্ত ও বিমল দাসের নেতৃত্বে ও তত্ত্বাবধানে এই শাখার নাট্যপ্রবাহ আজও বেগবান ও স্বতঃস্ফূর্ত।

গণনাট্য শাখা বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী হয়ে রাজনৈতিক প্রচারমূলক বা রাজনৈতিক সচেতনতা গড়ে তোলার জন্য মুর্শিদাবাদে পোস্টারনাটক ও পথনাটক করেছিল। পাশাপাশি শিল্পীসত্তাকে গুরুত্ব দিয়ে প্রসেনিয়াম মঞ্চে অভিনয়েও যোগদান করেছিল। তাই জেলার নাট্যচর্চা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে গণনাট্যের ধারাকে বাদ দেওয়া যাবে না।

পঞ্চম অধ্যায়: মুর্শিদাবাদের নাটকে লোকনাট্যের প্রভাব

মুর্শিদাবাদের নাট্যচর্চার গবেষণা সম্পূর্ণ হবে না, যদি না সেখানে লোকনাট্যের প্রসঙ্গ থাকে। মুর্শিদাবাদের প্রধান লোকনাটক 'আলকাপ', পার্শ্ববর্তী জেলা মালদার 'গম্ভীরা' লোকনাটকে প্রভাব মুর্শিদাবাদের নাটকের আঙ্গিকে এবং বিষয়ে পড়েছে। যেমন- 'গম্ভীরা'র আঙ্গিকে দিব্যেশ লাহিড়ীর 'নানাহে', 'আলকাপে'র আঙ্গিকে প্রদীপ ভট্টাচার্যের 'মায়া', দুলাল চক্রবর্তীর 'অন্ধকারের কথকতা' ইত্যাদি। এছাড়াও বর্তমান সময়ে বেশ কিছু নাট্যদল লোকনাট্যের কাহিনি ও ঘটনা উপস্থাপনের রীতিকে প্রসেনিয়াম মঞ্চে এবং খোলা মঞ্চে প্রয়োগ করার নতুন নতুন কৌশল ও পদ্ধতি আবিষ্কার করছেন, যা প্রশংসার যোগ্য।

ষষ্ঠ অধ্যায়: মুর্শিদাবাদ জেলার নাটককার: একটি অন্বেষণ

মুর্শিদাবাদের মাটিতে জন্ম নিয়েছেন বেশকিছু খ্যাতনামা নাটককার। এঁদের মধ্যে বিধায়ক ভট্টাচার্য ও সোমেনন্দ্রচন্দ্র নন্দী কলকাতার রঙ্গমঞ্চে সাফল্য লাভ করেছিলেন। তবে আরও অনেক নাটককার রয়েছেন যাঁরা নিজেদের নিয়োজিত করেছিলেন এই জেলার নাটকের অগ্রগতি সাধনে। বাংলা নাটকের ইতিহাসে এঁদের স্থান নগণ্য হলেও মুর্শিদাবাদের নাটকের ইতিহাসে এঁরা উজ্জ্বল নক্ষত্র। মুর্শিদাবাদের উল্লেখযোগ্য নাটককারেরা হলেন- পম্পু মজুমদার, কমল সমাজদার, দিব্যেশ লাহিড়ী, শক্তিনাথ ভট্টাচার্য্য, অঞ্জন বিশ্বাস, গৌতম রায়চৌধুরী, কৌশিক রায়চৌধুরী, দুলাল চক্রবর্তী, প্রদীপ ভট্টাচার্য, প্রান্তিক দত্ত প্রমুখ। প্রান্তিক দত্ত ছাড়া বাকি সকলের নাম 'সংসদ বাংলা নাট্য অভিধানে' গৃহীত হয়েছে। এঁদের লিখিত নাটকগুলি তৎকালীন বিভিন্ন নাট্যপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল, যেমন- গ্রুপ থিয়েটার, অভিনয়, নাট্যচিন্তা, রঙ্গপট, অসময়ের নাট্যভাবনা, স্যাস প্রভৃতি। এঁনারা সকলেই 'প্লে রাইটার' ছিলেন। তাই এঁদের বেশিরভাগ নাটকই অপ্রকাশিত আকারে রয়েছে।

উপসংহার:

শুধুমাত্র জেলার ইতিহাসে নই, বাংলা নাটকচর্চার ইতিহাসেও মুর্শিদাবাদের নাট্যধারার অবদান ও মর্যাদা রয়েছে। মূলত কলকাতা অনুসারী নাটকের চল এই জেলায় প্রভাব বিস্তার করলেও, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নাটকের প্রযোজনায় এই জেলার নাট্যগোষ্ঠীগুলি আন্তর্জাতিক স্তরে গিয়ে খ্যাতি লাভ

করেছে। এই প্রাপ্তির গৌরব শুধু জেলার নই, সমগ্র বাংলার। তাই মুর্শিদাবাদের নাটকের সম্পূর্ণ ইতিহাস অনুসন্ধানের লক্ষ্যে আমাদের এই গবেষণার অবতারণা।

:গ্রন্থপঞ্জী:

আকর গ্রন্থ:

১. অধিকারী বন্ধু মোহিত, গৌতম রায়চৌধুরীর নাটক সংকল-এক, ঋত্বিক, বিমল সিনহা রোড়, বহরমপুর- ৭৪২১০১, ১ম প্রকাশ, ৯ ডিসেম্বর ২০১৪

সহায়ক গ্রন্থ:

১. চন্দ্র অরূপ, ক্ষুধা-দারিদ্র-অনাহার এই দেশ এই সময়, বাসভুমি, ২৭/৪৭/এ, জয়চন্দ্র রোড, খাগড়া- ৭৪২১০৩, বহরমপুর, জানুয়ারি ২০১১

২. রায় নিখিলনাথ, মুর্শিদাবাদের ইতিহাস, কে.পি.এম, ৩০এ, সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা-০৯, প্রথম মুদ্রণ ৮ই আশ্বিন, ১৩০৯

৩. চন্দ্র অরূপ, মুর্শিদাবাদের ইতিবৃত্ত (৪র্থ খন্ড), বাসভূমি, ২৭/৪৭/এ, জয়চন্দ্র রোড, খাগড়া- ৭৪২১০৩, বহরমপুর, ১ম প্রকাশ, জানুয়ারি, ২০২০

৪. গোস্বামী আশিষ, নন্দিত ৩৫ সৃজন ও সত্তায়, ঋত্বিক, বহরমপুর, মূর্শিদাবাদ, ১ম প্রকাশ, ৯ডিসেম্বর, ২০১৪

৫. সেন সুধীন, আলোর ঠিকানা, দেবিকা সেন, ১ম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি, ২০১১

৬. চন্দ্র অরূপ, তিনদশকের বাসভূমি থেকে নির্বাচিত গল্প কবিতা প্রবন্ধ নাটক, বাসভূমি, পূর্বোক্ত, ১ম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি, ২০১০

৭. ইতিহাসের আলোকে বহরমপুর পৌরসভা, বহরমপুর পৌরসভা, ১ম প্রকাশ, মার্চ ২০০৮

সহায়ক পত্র-প্রত্রিকা:

১. মুর্শিদাবাদ বীক্ষণ, এপ্রিল, ১৯৮৬-জুন, ১৯৮৬

২. মুর্শিদাবাদ বীক্ষণ, ডিসেম্বর, ১৯৮৮-মে, ১৯৮৯

৩. গ্রুপ থিয়েটার, ১৮বর্ষ-১সংখ্যা

অন্তর্জাল:

১.http:/www.theatrewala.net/shankha/49-2016-02-10-12-30-10/271/-2015-02-22-08-45-02